আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস-২০১৩

আজ ২৫ নভেম্বর, **আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ** দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য: **'সবাই মিলে আওয়াজ তুলি-নারী নির্যাতনকে না বলি'**। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দিবসটির মূল চেতনা হলো – নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা আজ সারা বিশ্বের একটি ব্যাপক আলোচিত সমস্যা। বহু শতাব্দী ধরে নারীকে অধঃস্তন হিসেবে দেখার পরিণতি এই নারী নির্যাতন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশে দেশে, বিভিন্ন সমাজে বর্তমানে নারীকে বহন করতে হচ্ছে নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার গ্লানি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি রাজনৈতিক অধিকারহীনতার কারণে নারীর অবস্থান আজও নাজুক। তারা এখনও বহুলাংশে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

তবে আশার কথা যে, একই সাথে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে চলছে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ। যার ধারাবাহিকতায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সাল থেকে প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর প্রতীকীভাবে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন নির্মূল দিবস' হিসেবে পালন হয়ে আসছে। তবে এ দিবস পালনে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে ১৯৯৩ সালে।

১৯৬০ সালে ডোমেনিক রিপাবলিকের অধিবাসী তিন বোন, 'মিরাবল সিস্টারস', এই দিনে স্বৈরশাসকের গুপ্তবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে এই দিবসটি প্রতিবছর পালিত হয়। একইসাথে দিবসটির লক্ষ্য হলো – বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র তুলে ধরে এর প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন আজ যেন একটি অতি সাধারণ ঘটনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ নারী নির্যাতনের চিত্র আমাদের সমাজে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ১৪টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে শুধুমাত্র ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২৬৫ জন নারী যৌতুকের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ১২৮ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ২১ জন নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং ১১৬ জনকে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭০২ জন নারী ও কন্যাশিশু - যার মধ্যে একক ধর্ষণের শিকার ৪৭১ জন, গণধর্ষণের শিকার ২০৭ জন, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে ১৬৬ জন। এছাড়া ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা এবং আত্মহত্যার শিকার হয়েছেন ৩১ জন নারী ও কন্যাশিশু। এসিড আক্রমণের শিকার ৩৬ জন এবং এসিড আক্রমণে হত্যা করা হয়েছে ৪ জন নারী ও কন্যাশিশুকে। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১৫৭ জন নারী ও কন্যাশিশু। শুধুমাত্র অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় খুন হয়েছেন ৩ জন এবং লাঞ্ছিত হয়েছেন ৯৯ জন নারী ও কন্যাশিশু। নির্যাতনের মাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা প্রকাশ হয় না। 'ইউএনএফপিএ' কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ৬৮ ভাগ নারী তাদের নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেন না।

নারীদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের ফলে কেবলমাত্র নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, এর জন্য পুরো জাতিকে মাশুল গুণতে হচ্ছে। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়াও পুরুষতন্ত্রের চাপে নারীদেরকে বহন করতে হচ্ছে বাড়তি দায় ও কাজের চাপ। এর পরিণতিতে দেশে গড়ে উঠছে ভারসাম্যহীন এক অসম সমাজ ব্যবস্থা। নারীরা বঞ্চিত হচ্ছে সমমর্যাদা, সমঅধিকার, সমসুযোগ ও আত্মপরিচিতি থেকে। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং চলমান বঞ্চনার অবসান ঘটানো আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এ জন্য সবার আগে প্রয়োজন যুগ যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিকতার নেপথ্যে লালিত নারীর প্রতি বিরাজমান নেতিবাচক মনোভাবের অবসান। একইসাথে প্রয়োজন নারীর অগ্রগতিকে সহায়তার লক্ষ্যে একটি অনুকূল পরিবেশ।

আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, নারীর প্রতি অবহেলা, বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং সমমর্যাদা ও অধিকারে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি হলেই নারী নির্যাতন ক্রমশ লোপ পাবে। আর এভাবে নারী তথা সকল মানুষের জন্য অনাগত দিনগুলো বয়ে আনবে এক বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা।
তাই আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসে আমাদের ঐক্যবদ্ধ আহ্বান – আসুন, আমরা:

- সিডও'র পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করি;
- নারীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও সুশাসনের স্বার্থে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী নির্যাতন বিরোধী সংস্কৃতি চর্চা করি ;
- নারী পাচার, অ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করি:
- নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (যেমন, পুলিশ), ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামাজিক ও আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি করি;
- সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন সংস্কার করি;
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সকল পুরুষকে জড়িত ও সংবেদনশীল করি।

প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম
৩/৭, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৮১১২৬২২